বাংলা ভাষার উৎস

সারা পৃথিবীর প্রায় চার হাজার ভাষাকে তাদের মূলীভূত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রধানত তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পদ্ধতির সাহায্যে ১২ টি ভাষাবংশে বর্গীকৃত করা হয়েছে।

১. ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য
২. সেমীয়-হামীয়
৩. বান্টু
৪. ফিন্নো-উগ্রীয়
৫. তুর্ক-মঙ্গল-মাঞ্চু
৬. ককেশীয়
৭. দ্রাবিড়
৮. অস্ট্রিক
৯. ভোট-চীনীয়
১০. উত্তর-পূর্ব সীমান্তীয়
১১. এস্কিমো
১২. আমেরিকার আদিম ভাষাগুলো ইত্যাদি।

এইসব ভাষাবংশের মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষাবংশ থেকে জাত আধুনিক ভাষাগুলো পৃথিবীর বহু অঞ্চলে প্রচলিত। যেমন - ইউরোপে ইংরেজি, ফরাসী, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, জার্মান, ইতালীয় প্রভৃতি। উত্তর আমেরিকায় ইংরেজি, ফরাসী, ও স্প্যানিশ। এবংদক্ষিণ আমেরিকায় স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ। শুধু ভৌগলিক বিস্তারে নয়, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতে এই ভাষাবংশ থেকে জাত প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলো পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই বংশের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত, গ্রীক ও লাতিন পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রাচীন ভাষা। বৈদিক সংহিতার সূক্তগুলো, সংস্কৃতের মহাকবি ব্যাস- বাল্মীকির মহাভারত-রামায়ণ, কালিদাসের কাব্য-নাটকাদি, গ্রীকের মহাকবি হোমারের ইলিয়াদ-ওদিসি, লাতিন কবি ভার্জিলের ইনিদ ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের প্রাচীন সাহিত্য কীর্তি। এই ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল ভাষা বংশই হলো বাংলা ভাষার আদি উৎস। তবে এই আদি উৎস থেকে বিবর্তনের পরবর্তী ধাপেই বাংলা ভাষার জন্ম হয়নি, ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ধারায় মধ্যবর্তী অনেকগুলো স্তর পেরিয়ে বাংলা ভাষা জন্ম লাভ করেছে।

ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী তাদের আদি বাসস্থান দক্ষিণ রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশ থেকে আনুমানিক ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। এই বিস্তারের পরে তাদের ভাষায় ক্রমশ আঞ্চলিক পার্থক্য বৃদ্ধির ফলে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে প্রথমে দশটি প্রাচীন শাখার জন্ম হয়। এগুলো হলো - ১) ইন্দো-ইরানীয় ২) বাল্তো স্লাবিক ৩) আলবানীয় ৪) আর্মেনীয় ৫) গ্রীক ৬) ইতালিক্ বা লাতিন ৭) টিউনিক্ বা জার্মানিক্ ৮) কেলতিক্ ৯) তোখারীয় এবং ১০) হিত্তীয়।

এই শাখাগুলোর মধ্যে কেবল ইন্দো-ইরানীয় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের " আর্য " নামে অভিহিত করতো বলে সংকীর্ন অর্থে অনেকে শুধু ইন্দো-ইরানীয় শাখাটিকে আর্যশাখা বলে থাকেন। যদিও ব্যাপক অর্থে সমগ্র ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশকেই আর্য ভাষা বলা হয়। যাই হোক, ইন্দো-ইরানীয় শাখাটি দুটি উপশাখায় বিভক্ত হয় - ইরানীয় ও ভারতীয় আর্য। ইরানীয় উপশাখাটি ইরান-পারস্যে চলে যায়। তার প্রাচীনতম সাহিত্যকীর্তি হলো " আবেস্তা " ধর্মগ্রন্থ (৮০০ খ্রিঃ পূঃ) । আর ভারতীয় আর্য উপশাখাটি ভারতে প্রবেশ করে আনুমানিক ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। সেদিন থেকে ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাসের সূচনা এবং আজ পর্যন্ত এই আর্যভাষা নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে বিকাশ লাভ করেছে। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে থেকে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পরে প্রায় দু'হাজার বছর পর্যন্ত ভারতীয় আর্য ভাষার এই প্রয় সাড়ে তিন হাজার বছরের ইতিহাসকে বিবর্তনের স্তর ভেদে প্রধানত তিনটি যুগে ভাগ করা যায়। যেমন -

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য ঃ আনুমানিক ১৫০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে ৬০০ খ্রিঃ পূঃ পর্যন্ত। এ যুগের ভাষার নাম বৈদিক ভাষা বা ব্যাপক অর্থে সংস্কৃত ভাষা। এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ঋগ্বেদ-সংহিতা।

২) মধ্য ভারতীয় আর্য ঃ আনুমানিক ৬০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগের আর্য ভাষার নাম পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ। অশোকের শিলালিপির প্রাকৃত, সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে ব্যবহৃত পালি, জৈন ধর্মগ্রন্থে ও কিছু স্বতন্ত্র রচনায় ব্যবহৃত প্রাকৃত এ যুগের ভাষার নিদর্শন।

৩) নব্যভারতীয় আর্য ঃ আনুমানিক ৯০০ খ্রিঃ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত। বিভিন্ন নব্য ভারতীয় আর্যভাষার নাম - বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, অবধী ইত্যাদি। নানা সাহিত্যগ্রন্থ ও আধুনিক ভারতীয় আর্যদের মুখের ভাষাই এর নিদর্শন।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যের দুটি রূপ ছিলো ঃ সাহিত্যিক (বৈদিক ভাষা বা ছান্দস ভাষা) ও কথ্য। কথ্য রূপটির চারটি আঞ্চলিক উপভাষা ছিলো ঃ প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য। এই প্রাচীন ভারতীয় কথ্য রূপগুলি লোকমুখে স্বাভাবিক পরিবর্তনের ফলে
প্রাচ্য > প্রাচ্যা প্রাকৃত ও প্রাচ্যা-মধ্যা প্রাকৃত
উদীচ্য > উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃত
মধ্যদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য > পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা প্রাকৃত।

প্রাকৃত ভাষা বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে যখন পদার্পণ করলো তখন মূলত এই চাররকমের মৌখিক প্রাকৃত থেকে পাঁচরকমের সাহিত্যিক প্রাকৃতের জন্ম হয়। যেমন -
উত্তর-পশ্চিমা > পৈশাচী,
পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা > শৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রী,
প্রাচ্যা-মধ্যা > অর্ধমাগধী এবং
প্রাচ্যা > মাগধী।
পৈশাচী, মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী ও মাগধী ছিলো শুধু সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাকৃত। প্রাকৃতের বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে এইসব সাহিত্যিক প্রাকৃতের ভিত্তিস্থানীয় তাদের কথ্যরূপগুলি থেকে অপভ্রংশের জন্ম হয় এবং অপভ্রংশের শেষ স্তরে পাওয়া গেলো অবহট্ঠ। প্রত্যেক শ্রেণির প্রাকৃত থেকে সেই শ্রেণির অপভ্রংশ অবহট্ঠের জন্ম হয়। যেমন -

পৈশাচী প্রাকৃত > পৈশাচী-অপভ্রংশ-অবহট্ঠ
মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত > মহারাষ্ট্রী-অপভ্রংশ-অবহট্ঠ
শৌরসেনী প্রাকৃত > শৌরসেনী-অপভ্রংশ-অবহট্ঠ
অর্ধমাগধী প্রাকৃত > অর্ধমাগধী-অপভ্রংশ-অবহট্ঠ এবং
মাগধী প্রাকৃত > মাগধী-অপভ্রংশ-অবহট্ঠ ।

মধ্য ভারতীয় আর্যের শেষ স্তরে যে পাঁচরকমের অপভ্রংশ-অবহট্ঠ অনুমিত হয়েছে, তাদের মধ্যে সবগুলোর লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি। শুধু শৌরসেনী অপভ্রংশের সমৃদ্ধ সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া গেছে।

অপভ্রংশ -অবহট্ঠের পরে ভারতীয় আর্যভাষা তৃতীয় যুগে পদার্পণ করে আনুমানিক ৯০০খ্রিঃ। তখন এক-একটি অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকে একাধিক নব্য ভারতীয় আর্যভাষা জন্ম লাভ করে। যেমন -

পৈশাচী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ > পাঞ্জাবী ইত্যাদি;
মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ > মারাঠী ইত্যাদি;

শৌরসেনী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ > হিন্দী ইত্যাদি;
অর্ধমাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ > অবধী ইত্যাদি; এবং
মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ > বাংলা ইত্যাদি ভাষার জন্ম হয়।

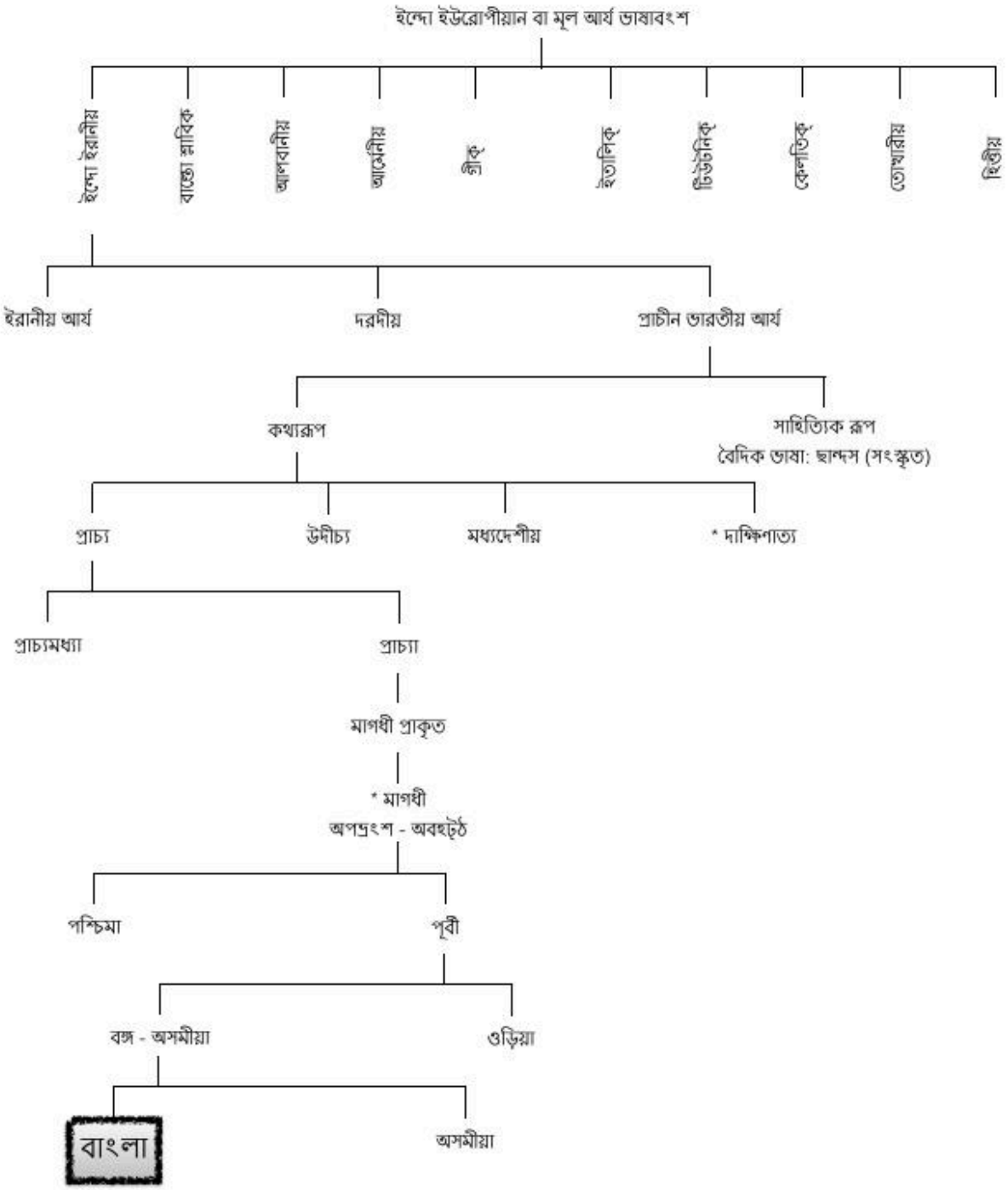

সাধারণের ধারনা সংস্কৃত থেকেই বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য আধুনিক ভাষাগুলির জন্ম। সূক্ষ্ম বিচারে সংস্কৃত হলো বৈদিকের পরবর্তী একটি প্রায় - কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা যা পরে মৃত ভাষা হয়ে গেছে; ফলে জীবন্ত ভাষার মতো তার কোনো বিবর্তন হয়নি এবং তা থেকে কোনো ভাষার জন্ম হয়নি। বস্তুত বৈদিক ভাষাই হলো জীবন্ত ভাষা। এরই যে কথ্য ভিত্তি ছিলো তারই বিবর্তনের ধারায় মধ্যবর্তী স্তর হয়ে বাংলা প্রভৃতি নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলি যেমন পাঞ্জাবী, হিন্দী, অবধীর জন্ম হয়। নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির অব্যবহিত জন্ম-উৎস হলো বৈদিক ভাষার কথ্যরূপ থেকে জাত মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার বিভিন্ন অপভ্রংশ - অবহট্ঠ ভাষা।

জর্জ আব্রাহাম্ গ্রীয়ার্সন্, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। আবার ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার মাগধী অপভ্রংশের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন মাগধী অপভ্রংশ থেকে নয়, আদর্শ কথ্য প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। কিন্তু আদর্শ কথ্য প্রাকৃতেরও কোনো লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং এটিও অনুমিত স্তর মাত্র। উভয় মতের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখা যায়, কিন্তু সেই বিতর্কে না গিয়ে আমরা গ্রীয়ার্সন্ ও আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতটিই অধিকতর প্রচলিত বলে সেই মতটিই গ্রহণ করে বলতে পারি মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম। অর্থাৎ সংস্কৃত বাংলা ভাষার জননী নয়।